ডি লুক্স-এর নিবেদন-

সাগর সঙ্গমে

পরিচালনা

দেবকীকুমার বসু

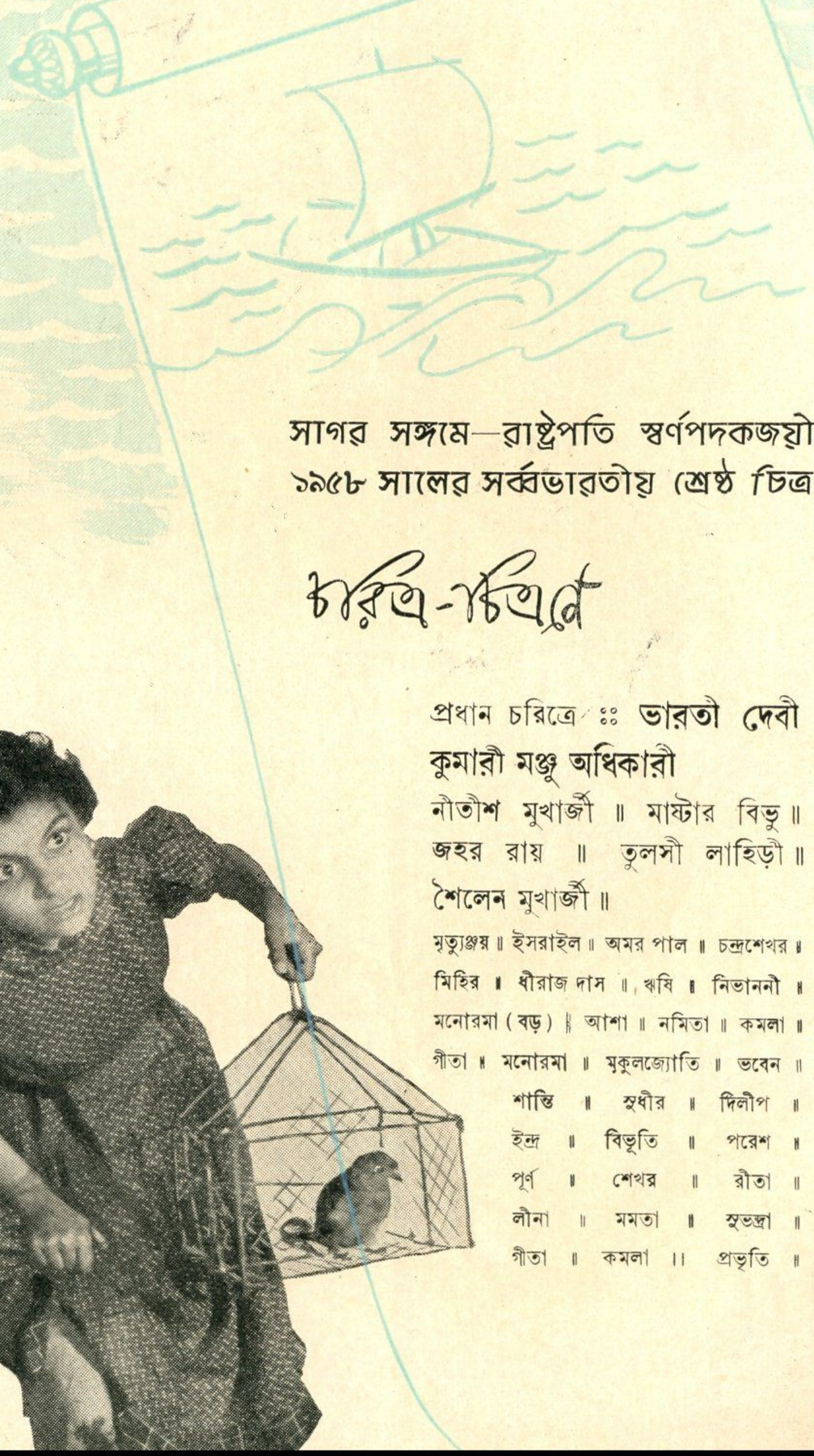

সাগর সঙ্গমে—রাষ্ট্রপতি স্বর্ণপদকজয়ী
১৯৫৮ সালের সর্ব্বভারতীয় শ্রেষ্ঠ চিত্র

চরিত্র-চিত্রণে

প্রধান চরিত্রে :: **ভারতী দেবী**
কুমারী মঞ্জু অধিকারী
নীতীশ মুখার্জী ॥ মাষ্টার বিভু ॥
জহর রায় ॥ তুলসী লাহিড়ী ॥
শৈলেন মুখার্জী ॥
মৃত্যুঞ্জয় ॥ ইসরাইল ॥ অমর পাল ॥ চন্দ্রশেখর ॥
মিহির ॥ ধীরাজ দাস ॥ ঋষি ॥ নিভাননী ॥
মনোরমা (বড়) ॥ আশা ॥ নমিতা ॥ কমলা ॥
গীতা ॥ মনোরমা ॥ মুকুলজ্যোতি ॥ ভবেন ॥
শান্তি ॥ সুধীর ॥ দিলীপ ॥
ইন্দ্র ॥ বিভূতি ॥ পরেশ ॥
পূর্ণ ॥ শেখর ॥ রীতা ॥
লীনা ॥ মমতা ॥ সুভদ্রা ॥
গীতা ॥ কমলা ॥ প্রভৃতি ॥

সে-যুগের কথা —

সসাগরা অধিপতি সগর সর্বৈশ্বর্যপতি
অশ্বমেধ যজ্ঞ যবে করে।
স্বর্গরাজ্য যায় যায় ইন্দ্র করে হায় হায়
ব্রহ্মার চরণে গিয়া পড়ে।
চতুর্মুখ কয়ে যান রাখিতে স্বর্গের মান
যাও ইন্দ্র ঘোড়া চুরি কর
কপিল আশ্রমে গিয়া সেই অশ্ব রাখ গিয়া
কহিনু যা মোর বাক্য ধর।

ছলেতে ধরিল অশ্ব ধূর্ত শচীপতি
খোঁজে তারে ষষ্টি-সহস্র সগর সন্ততি।
ঘুরি ফিরি নানা দেশে দেখে অশ্ব অবশেষে
বাঁধা আছে কপিল আশ্রমে
ঋষিরে ভাবিয়া চোর করে অত্যাচার ঘোর
মদগর্ব্বে অন্ধ যত ভাই।
কপিল কুপিল শেষে জ্বলে অগ্নি নেত্রদেশে
সে অনলে হলো সবে ছাই॥

ব্রহ্মশাপে ভস্ম হলো সকল কুমার
কহিলা কপিল হবে গঙ্গায় উদ্ধার।
শুষ্ক আত্মা নিত্য কাঁদে অসহ তৃষায়
স্বর্গ হতে মুক্তি গঙ্গা কে আনিবে হায়!
অবশেষে —
অবশেষে উদ্ধারিতে মহা পুণ্য কাম
জন্ম নিল পুত্র এক ভগীরথ নাম।
উদ্ধারিতে পিতৃগণে ভগীরথ একমনে
বহু যুগ করিলেন ধ্যান।
গঙ্গা কহে কোথায় যাব আমি বসুধায়
হে পুত্র রাখিতে তব মান।
সগরের পুত্র যারা পেয়ে মুক্তি গঙ্গাধারা
মুক্ত হলো সাগর সঙ্গমে
জয় গঙ্গা ভাগিরথি মুক্তধারা মুক্তি নতি
বিশ্ববাসী তোমারে প্রনমে!

— কবি শৈলেন রায়

কাহিনীর সারাংশ

বিখ্যাত মুখুজ্যে বংশের নিঃসন্তান জমিদার-গৃহিনী দাক্ষায়ণী সনাতন ধর্মে বিশ্বাসী ও পরম নিষ্ঠাবতী। এবার তিনি মুক্তিস্নানে পুণ্য সঞ্চয় করতে গঙ্গাসাগরে যাবার জন্যে মনস্থির করলেন। পুরো স্টিমার ভাড়া না কোরে, বিনা জাঁকজমকে সাধারণ দশজনের মত নৌকাতে যাওয়াই তাঁর অভিপ্রায়। এই তীর্থযাত্রায় গ্রামের কয়েকজন পুণ্যার্থিনী বিধবা তাঁর সঙ্গী হলেন। নায়েব মশায় নৌকা ঠিক করে দিলেন। নৌকোর 'সেথো' লক্ষ্মণের প্রতিশ্রুতিতে আশ্বস্ত হয়ে শুভদিনে দাক্ষায়ণী যাত্রা করলেন। কিন্তু কার্য্যতঃ দেখা গেল 'সেথো' তার নৌকায় এমনভাবে যাত্রী বোঝাই নিয়েছে যে তিলধারণের স্থানটুকু পর্যন্ত রাখে নি।

দেখা গেল যাত্রীদলের একাংশে পর্দাটাঙিয়ে কতকগুলি কুলটা নারীর স্থান করে দিয়েছে। ধর্মনিষ্ঠা দাক্ষায়ণী বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন। সেথো লক্ষ্মণ তাঁর তীব্র ভৎর্সনায় কাহিল হয়ে পড়লেও, আশ্বাস দিল যে সামনের ঘাটে তার আর একটি নৌকায় বারবনিতাদের তুলে দেবে।

পর্দার ওপাশে অবাঞ্ছিত যাত্রীদলের মধ্যে ছিল আট-দশ বছরের একটি ফুটফুটে মেয়ে—নাম তার বাতাসী। মেয়েটি যেমন মুখরা তেমনি অসভ্য। লঘু-গুরু জ্ঞান বর্জিত এই অবাধ্য মেয়েটির আচরণে অপমানিতা দাক্ষায়ণী মনে মনে যথেষ্ট রুষ্ট হলেন।

দেখতে দেখতে কাকদ্বীপের কাছে নৌকা এসে পড়লো। মাঝিরা নৌকা নোঙর করে বিশ্রাম করতে গেল। যাত্রীরাও কোন রকমে

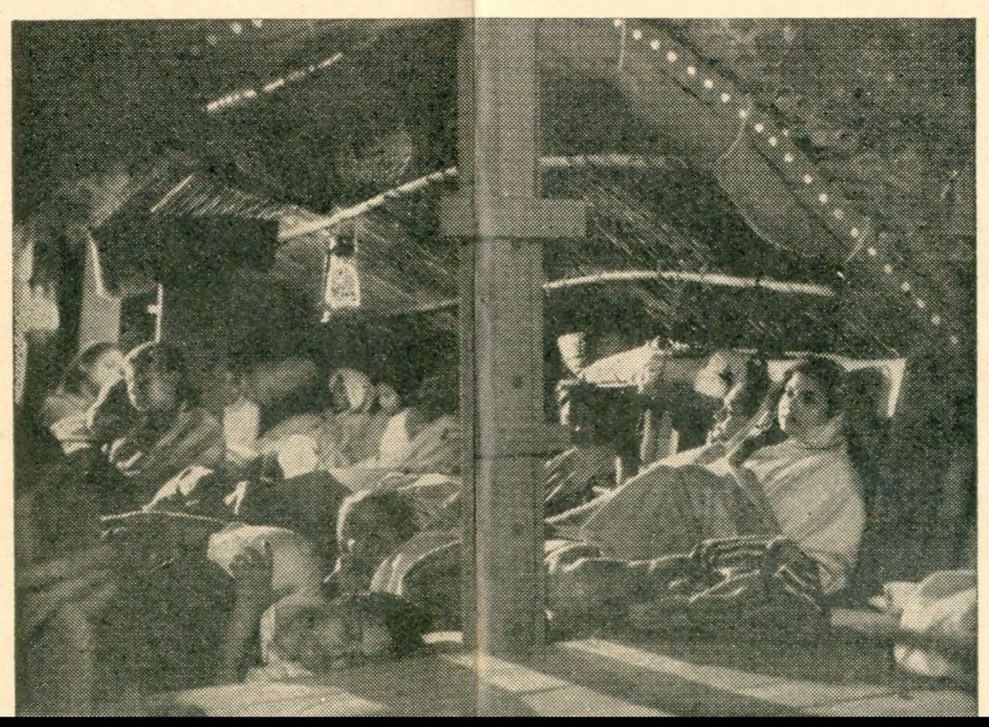

আড়াআড়িভাবে নিদ্রামগ্ন হলো। এমন সময় ভীষণ শব্দ করে তাঁদের ছোট নৌকাটি প্রচণ্ড গতিতে দুলে উঠলো। জোয়ারের উদ্দামতায় হালভেঙ্গে যাওয়া একটা প্রকাণ্ড ভড়ের প্রচণ্ড আঘাতে পলকের মধ্যে নিস্তব্ধ নদীবক্ষ কোলাহল-মুখর হয়ে উঠলো—যাত্রী ও মাঝি-মাল্লার ভয়ার্ত চিৎকারে। সেই নিদারুণ মুহূর্ত যে কিভাবে কেটে গেল, দাক্ষায়ণী তা টের পেলেন না। দাক্ষায়ণীর যখন জ্ঞান ফিরে এলো, তিনি দেখতে পেলেন একটা কাষ্ঠ-খণ্ড আশ্রয় করে ভেসে যাচ্ছেন। তিনি বাঁচবার জন্য কাষ্ঠখণ্ডটি ধরতে যেতে সেটি নাগালের বাইরে চলে গেল। তখন দেখলেন একজন সেটা আশ্রয় করে ভেসেছিল, সে ডুবেছে। তিনি ঝাঁপিয়ে পড়লেন তাকে বাঁচাতে।

বিবেকের নির্দেশে শেষ পর্যন্ত দাক্ষায়ণী নিজ প্রাণ তুচ্ছ করে নদীর গ্রাস থেকে বাতাসীকে রক্ষা করলেন। সে অঞ্চলের মাঝিদের তৎপরতা ও চেষ্টায় দুজনেই বেঁচে উঠলো। বাতাসী যে দাক্ষায়ণীরই কন্যা এটা বুঝতে তাদের সময় লাগে নি, নইলে মা ছাড়া কেউ প্রাণের মমতা তুচ্ছ করে সন্তানকে বাঁচাতে যায়! দাক্ষায়ণী প্রতিবাদ জানালেন।

তথাপি আজ বাতাসী একান্তভাবেই দাক্ষায়ণীর আশ্রিতা। কিন্তু এই বিপর্যয়ের পরও দাক্ষায়ণী সাগর-স্নানের পুণ্য অর্জনের লোভ ছাড়তে পারলে না। পরে একটি মালবাহী নৌকায় তিনি বাতাসীকে সংগে নিয়ে সাগরদ্বীপে এসে পৌঁছলেন। সেখানে সেবা-দলের এক তরুণ সেবকের জিম্মায় বাতাসীকে রেখে তিনি পুণ্যসঞ্চয়ে মন দিলেন।

বয়সে নিতান্ত বালিকা হলেও বাতাসী যেন বুঝতে পারে, দাক্ষায়ণীর কাছে সে কতখানি

অবাঞ্ছিত ভারস্বরূপ। তাই স্বেচ্ছাসেবকদের সাহায্য-করুণা উপেক্ষা কোরে সে তাদের আশ্রয় থেকে পলায়ন করে।

রাতের অন্ধকারে সারাদিন অভুক্ত ক্লান্ত নিঃসম্বল বাতাসীর চোখে কান্না যেন প্রবল বেগে নামতে চায়। ক্ষুধার তাড়নায় সে এসে পড়ে ছ' নম্বর জলের ট্যাঙ্কের কাছে—দাক্ষায়ণীর হোগলা ছাওয়া কুটিরের সামনে। সে দেখতে পায় দাক্ষায়ণী প্রসাদ খাচ্ছেন। ক্ষুধাটা পেটে নিদারুণভাবে এক একবার মোচড় দিয়ে উঠে ; তবু বাতাসী সাহস করে তাঁকে ডাকতে পারে না।

বাতাসী যে স্বেচ্ছাসেবকদের আশ্রয় এড়িয়ে সবার অলক্ষ্যে সরে পড়েছে, এখবরটা দাক্ষায়ণী শোনার পর থেকে তিনি আর স্থির থাকতে পারলেন না। অনাথ বালিকাটির প্রতি মমতার আকর্ষণে তিনি অনেক খুঁজলেন তাকে ; কিন্তু কোথাও তার সন্ধান মিললো না। অবশেষে ক্লান্ত হয়ে নিজের ডেরায় ফিরে তিনি দেখতে পান, বাতাসী তাঁরই ঘরের পাশে অসহায় অবস্থায় পড়ে আছে।

গঙ্গাসাগরে মুক্তি-স্নান শেষ হয়েছে। যাত্রীরা ঘরে ফিরবার উদ্যোগ করছেন। দাক্ষায়ণী বাতাসীকে নিয়ে অনাথ-আশ্রমে গেলেন।

বাতাসীর এতক্ষণে ভুল ভাঙ্গলো, প্রচণ্ড আঘাত পেল সে। বুঝলো এত আদর-যত্ন সবই মিথ্যা। সে দাক্ষায়ণীর কেউ নয়—শুধু তার জীবনের অনাবশ্যক কণ্টকমাত্র। ক্ষোভে-অপমানে, দুঃখে-হতাশায় বাতাসী যেন ভেঙ্গে পড়লো। অবশেষে বাতাসী হ'ল পীড়িত। অচৈতন্য বাতাসীর অবস্থা দেখে স্বেচ্ছাসেবকেরা প্রমাদ গুনলো। তাদেরই পরামর্শে বাতাসীকে সাগরের ক্যাম্প-হাসপাতালে চিকিৎসার জন্যে পাঠানো হ'ল। ডাক্তার পরীক্ষা করে জানালেন কঠিন নিমোনিয়ায় আক্রান্ত তার উপর হার্ট-অ্যাটাক্।

বিধাতা-পুরুষ কখন যে এই নিঃসন্তান নারীকে মাতৃত্বের আসনে বসিয়ে দিয়েছেন তা তিনি নিজেই জানেন না। দাক্ষায়ণী নিজের মনের গহনে প্রবেশ করে দেখলেন—সমস্ত সংস্কারের ঊর্দ্ধে যা সত্য, সমস্ত ধর্মের চাইতে যা প্রবল, সেই অমৃতময় মাতৃত্বের বিপুল আকাঙ্ক্ষার প্লাবনে তাঁর মনের সকল দ্বিধা, সঙ্কোচ ও সংকীর্ণতা নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে। বিধাতার কাছে তাই তাঁর একান্ত প্রার্থনা ; বাতাসী বেঁচে উঠুক। তার জন্যে সকলের নিন্দা, অপবাদের বোঝা তিনি মাথা পেতে নেবেন। শ্বশুর বাড়ীতে স্থান না হয়—তিনি বাতাসীকে নিয়ে তাঁর বাপের বাড়ী বা যেখানে খুসী চলে যাবেন।

আজ আর দাক্ষায়ণীর ঐকান্তিক বাসনা পূর্ণ করতে বাতাসী ফিরলো না। দাক্ষায়ণীর সব চিন্তা, সকল সমস্যার সমাধান করে দিতেই যেন বাতাসী আজ তার অবাঞ্ছিত ক্ষুদ্র জীবনে পূর্ণচ্ছেদ টেনে নিল।

বন্ধনমুক্ত দাক্ষায়ণী হাসপাতাল ছেড়ে যাবার জন্যে পা বাড়াতেই, ডাক্তার তাকে একটি প্রশ্ন করলেন। ঐ একটি প্রশ্নের জবাবেরই তাঁর প্রয়োজন ছিল। বালিকার নাম ধাম ও বংশ পরিচয়।

জীবনের সমস্ত সংস্কার, শিক্ষা ভুলে গেলেন দাক্ষায়ণী। বললেন, সব তো মুখে বলতে নেই। দিন লিখে দিচ্ছি—

লেখা হ'ল—বাতাসীর মার নাম দাক্ষায়ণী দেবী, পিতা ৺যোগেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

যোগেশচন্দ্র দাক্ষায়ণীর স্বামীর নাম।

★

আমি তার বিরহে বাউল হোলাম গো,
গান পেল প্রাণ বৈরাগী নিশিদিন তার বিরহে।
আহা সেই অদেখায় দেখতে যে হায়,
কাঙাল হয়ে রই জাগি—নিশিদিন তার বিরহে।
কেন অন্তরে সে ডাক পাঠাল,
বাহিরে যার নাই দেখা।
ওগো যার প্রাণে প্রাণ এক হতে চায়,
কোথায় গেল সেই একা।
আমার কাঙাল আঁখি পায় না নাগাল,
ভরলো জলে দুই আঁখি, নিশিদিন তার বিরহে।

বকুলের বন খুঁজেছি, মানুষের মন খুঁজেছি,
রূপে চোখ ডুবিয়ে দিছি, স্বপন ভরে।
দিয়ে রূপের ফাঁকি ভুলিয়ে আঁখি,
হৃদয় চোরা যায় যে সরে—
নিশিদিন তার বিরহে।
আমি যার ভরসায় ভাসাই খেয়া,
ধরবে না সে বৈঠা কি ?
মরে যাই তার বিরহে,
ও নিশিদিন তার বিরহে।

—কবি শৈলেন রায়

প্রেমেন্দ্র মিত্রের কাহিনী অবলম্বনে

* ডিল্যুক্স-এর নিবেদন *

সাগর সঙ্গমে

॥ চিত্র-নাট্য ও পরিচালনা ঃঃ **দেবকীকুমার বসু** ॥

গীতিকার ঃঃ কবি শৈলেন রায় ॥ সংগীত পরিচালনা ঃঃ রাইচাঁদ বড়াল ॥

।। চলচ্চিত্রায়ণে ঃঃ বিমল মুখোপাধ্যায় ।। শব্দানুলেখনে ঃঃ শ্যামসুন্দর ঘোষ ।।

।। সম্পাদনায় ঃঃ গোবর্ধন অধিকারী । শিল্প-নির্দেশে ঃঃ সৌরেন সেন ।।

রূপ-সজ্জায় ঃঃ প্রমথ চন্দ্র ।। * আলোক-সম্পাতে ঃঃ সতীশ হালদার ।।

প্রচার-পরিচালনায় ঃঃ সুধীরেন্দ্র সান্যাল ।। স্থির-চিত্র গ্রহণে ঃঃ এড্না লরেঞ্জ প্রাঃ লিঃ ।।

।। শব্দানুমিশ্রণে ঃঃ সত্যেন চট্টোপাধ্যায় ।।

[ইণ্ডিয়া ফিল্ম লেবরেটারীতে 'ওয়েস্ট্রেক্স' শব্দধারক যন্ত্রে গৃহীত]

সহযোগিতায়

। পরিচালনায় ঃঃ কালী ঘোষাল ।। হীরেন চৌধুরী ।। কুমার ঘোষ ।। দেবকুমার বসু ।।

।। চলচ্চিত্রায়ণে ঃঃ দীপক দাস ও গণেশ বসু ।। সুরারোপে ঃঃ দুর্গীচাঁদ বড়াল ।।

শব্দানুলেখনে ঃঃ ইন্দু অধিকারী ।। শিল্প-নির্দেশে ঃঃ শিবপদ ভৌমিক ।।

চিত্র-সম্পাদনায় ঃঃ শেখর চন্দ ।। আলোক-সম্পাতে ঃঃ রেজাক ।। দুঃখী ।। বিমল ।।

।। রূপ-সজ্জায় ঃঃ সত্যেন ।।

সহঃ ব্যবস্থাপনায় ঃঃ গৌর দাস ।। পরিচয়-পত্র লিখনে ঃঃ শচীন ভট্টাচার্য ।।

★ কণ্ঠ-সঙ্গীতে ★

।। ডক্টর গোবিন্দ গোপাল মুখোপাধ্যায় ও শ্রীমতী মাধুরী মুখোপাধ্যায় ।।

।। কীর্তন সুধাকর ঃঃ ব্রজেন সেন ।।

।। ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য ।। ● ।। মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায় ।।

★ কৃতজ্ঞতার স্বীকৃতিতে ★

। ইণ্ডিয়া লাইফ্ সেভিং সোসাইটি ।। গৌরাঙ্গ মল্লিক ।। শৈলেন ঘোষ ।। কালীপদ নন্দী ।।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া ফিল্ম ষ্টুডিওতে 'রীভস্' শব্দ-যন্ত্রে বাণীবদ্ধ

।। ইউনাইটেড সিনে লেবরেটারীতে পরিস্ফুটিত ও মুদ্রিত ।।

ডিল্যুক্স ফিল্ম ডিস্ট্রিবিউটার্স লিমিটেডের প্রচার-বিভাগ হইতে
সুধীরেন্দ্র সান্যাল কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত
আর্টসেন্টার কর্তৃক চিত্রাঙ্কিত ॥
১৫১-এ ধর্মতলা স্ট্রীট কলিকাতা ১৩ হইতে জুবিলী প্রেস কর্তৃক মুদ্রাঙ্কিত ॥